সংবাদ

30 DEC 2016

প্রা. শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল

গড় পাসের হার ৯৮.৫১ শতাংশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এবারও বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে খুদে শিক্ষার্থীরা। পঞ্চম শ্রেণীতে অনুষ্ঠিত দেশের সর্ববৃহৎ এই পাবলিক পরীক্ষায় এবার পাস করেছে ৯৮ দশমিক ৫১ শতাংশ। গত বছরের চেয়ে এবার পাসের হার ০১ শতাংশ কমেছে। সমমানের মাদ্রাসার ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীতে এবার পাস করেছে ৯৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ শিশু শিক্ষার্থী।

বিভাগ	গড় পাসের হার
ঢাকা	৯৮ দশমিক ৫৪
চট্টগ্রাম	৯৮ দশমিক ৭৫
বরিশাল	৯৯ দশমিক ০৯
রাজশাহী	৯৮ দশমিক ৫৭
খুলনা	৯৮ দশমিক ৬৪
সিলেট	৯৭ দশমিক ২৫
রংপুর	৯৮ দশমিক ৩৪

পঞ্চম শ্রেণীর এই দুই সমাপনীতে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই লাখ ৮৭ হাজার ৮৪৬ জন, গত বছর যা ছিল দুই লাখ ৭৫ হাজার ৯৮০ জন। এবার সাত বিভাগের মধ্যে ৯৯ দশমিক ০৯ শতাংশ নিয়ে শীর্ষে রয়েছে বরিশাল এবং ৬৪ জেলার মধ্যে ৯৯ দশমিক ৯২ শতাংশ নিয়ে শীর্ষে আছে মুন্সীগঞ্জ। ৫০৮ উপজেলা/থানার মধ্যে ১৭টিতে শতভাগ শিশু শিক্ষার্থী পাস করেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান গতকাল বেলা দেড়টায় সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে এ পরীক্ষা নেয়া হয়। সংবাদ সম্মেলনে গণশিক্ষা সচিব আসিফ উজ্জামান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দুই সমাপনী পরীক্ষায় এবার অংশ নিয়েছিল মোট ২৮ লাখ ৩০ হাজার ৭৩৪ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে পাস করেছে ২৭ লাখ ৮৮ হাজার ৪৩২ জন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে টানা চতুর্থবারের মতো সবচেয়ে ভালো ফল করেছে বরিশাল বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। সবচেয়ে কম পাস করেছে সিলেট বিভাগে ৯৭ দশমিক ২৫ শতাংশ শিশু। জেলার মধ্যে সবচেয়ে কম সুনামগঞ্জে ৯৫ দশমিক ৯১ শতাংশ এবং উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে সমাপনী : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

সমাপনী : পরীক্ষার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কম পাস করেছে বান্দরবানের রুমা উপজেলায়, যেখানে পাসের হার ৮৪ দশমিক ২৫ শতাংশ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী শিশু শিক্ষার্থীরা ঈর্ষণীয় ফল লাভ করায় পরীক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকসহ সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকদের নিরলস প্রচেষ্টার কারণেই শিক্ষার্থীরা ভালো করছে।

এ পরীক্ষায় পাসের হার শতভাগের কাছাকাছি নিতে শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র মূল্যায়নে আলাদা কোন নির্দেশনা রয়েছে কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'লোকমুখে তো নানা কথাই হয়। আমার তিন বছরে আমি (নির্দেশনা) দেইনি। এ বিষয়ে আপনাদের স্পষ্ট করে আমি বলছি, এ ধরনের কোন ইন্সট্রাকশন নাই যে কোন স্কুলে শতভাগ পাস না করলে কোন অসুবিধা বা অন্য কোন কিছু হবে।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এর আগে দায়িত্ব পালন করা দুই-তিনজন সচিবও আমাকে জানিয়েছেন এ রকম কোন নির্দেশনা তারা কখনই দেননি।'

মন্ত্রী বলেন, 'যেখানে যেটা হবে সে রেজাল্টই আমরা এখানে দেব, এখানে বানানো কোন রেজাল্ট নাই। নিয়ম অনুযায়ী যেটা হয়েছে সেটাই, এর বেশি কিছুই নাই। যারা ৯৯ পেয়েছে, তারা ৯৯ই পেয়েছে, ৯৮ দেখাবার তো সুযোগ নেই।'

বিভাগওয়ারি ফল : প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বিভাগওয়ারি ফলাফলে দেখা গেছে, বরিশালে ৯৯ দশমিক ০৯ শতাংশ, রাজশাহীতে ৯৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ, খুলনায় ৯৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ, ঢাকায় ৯৮ দশমিক ৫৪ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৯৮ দশমিক ৭৫ শতাংশ, সিলেটে ৯৭ দশমিক ২৫ শতাংশ এবং রংপুর বিভাগে ৯৮ দশমিক ৩৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিদ্যালয়ের ধরন অনুযায়ী ফল : বিদ্যালয়ের ধরন অনুযায়ী সর্বোচ্চ পাশের হার পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে। এ ধরনের বিদ্যালয়ে এবার পাসের হার ৯৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ, সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯৯ দশমিক ৮৮ শতাংশ, সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৯ দশমিক ৩৩, কিন্ডারগার্টেনে ৯৯ দশমিক ২৭ শতাংশ, মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৯ দশমিক ২৭ শতাংশ, ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলে ৯৮ দশমিক ৯৮ শতাংশ, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৮ দশমিক ৭০ শতাংশ, এক হাজার ৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের বিদ্যালয়ে ৯৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ, অস্থায়ী অনুমতিপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৭ দশমিক ৯৬, জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ে ৯৭ দশমিক ৩৮, রেজি. বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৮ দশমিক ২১ শতাংশ ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য হয়েছে।

এছাড়া এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় ৯৭ দশমিক ৩৭, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৭ দশমিক ২৫, নন-রেজি. বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৬ দশমিক ৫৫, শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পরীক্ষার্থীদের ফল :

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় এবার সারাদেশে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) চার হাজার ৫৪৭ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষায় অংশ নেয় চার হাজার ৩৩২ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে চার হাজার ১৬৫ জন। এদের পাসের হার ৯৬ দশমিক ১৪ শতাংশ, যা গত বছর পাস ছিল ৯৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ।

বিষয়ভিত্তিক ফল : বিষয়ভিত্তিক ফল সম্পর্কে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাংলায় ৯৯ দশমিক ৭১, ইংরেজিতে ৯৯ দশমিক ২৭, গণিতে ৯৯ দশমিক ৩৩, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ে ৯৯ দশমিক ৭৯, প্রাথমিক বিজ্ঞানে ৯৯ দশমিক ৭৯ এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে ৯৯ দশমিক ৯২ শতাংশ শিক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে।

ইবতেদায়ি পরীক্ষার ফল : এবার ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল দুই লাখ ৫৭ হাজার ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে পাস করেছে দুই লাখ ৪৬ হাজার ৮১৮ জন। ইবতেদায়িতে পাসের হারে ছাত্রীরা এগিয়ে আছে। ছাত্রদের পাসের হার ৯৫ দশমিক ৬৩ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাসের হার ৯৬ দশমিক ৮ শতাংশ। এ পরীক্ষায় ফলাফলের দিক দিয়ে রাজশাহী বিভাগ শীর্ষে। আর জেলার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে লালমনিরহাট। ইবতেদায়িতে জিপিএ-৫ পেয়েছে পাঁচ হাজার ৯৪৮ জন।

ফলাফল যানা যাচ্ছে যেভাবে : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (www.dpe.gov.bd) এবং টেলিটকের সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট (www.dpe.teletalk.com.bd) থেকে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনীর ফল জানা যাচ্ছে। এছাড়াও যেকোন মোবাইলে উচউ লিখে স্পেস দিয়ে থানা/উপজেলার কোড নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে ২০১৬ লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠিয়ে জানা যাচ্ছে।

ইবতেদায়ির ফল পেতে উইএ লিখে স্পেস দিয়ে থানা/উপজেলার কোড নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে ২০১৬ লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠিয়ে ফল যানা যাচ্ছে। এসএমএস লেখার সময় সরকারি অথবা রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উগওঝ কোড নম্বরের প্রথম পাঁচ সংখ্যা উপজেলা/থানা কোড হিসেবে ব্যবহার করতে হবে; যা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ওয়েবসাইট, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস ও প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে জানা যাচ্ছে।